দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

জঙ্গী গড়ার আস্তানা

রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে জামায়াত-শিবিরের ১৮ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, স্কুল কাম কলেজটি পরিচালনা করেন একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসি হওয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী। তিনি স্কুলের অধ্যক্ষের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয় তিন বছর আগে। গুলশান, খিলক্ষেত ও মেরুল বাড্ডায় এর তিনটি শাখা রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত জামায়াতের কুখ্যাত আমির নিজামীর ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয় ১১ মে, ২০১৬। আর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয় ২৮ মে, ২০১২। সেক্ষেত্রে অনিবার্য একটি প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়ে পারে না। নিজামীর স্ত্রী যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখার সেক্রেটারি এবং তার স্বামীর আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে, সেহেতু তার পরিচালিত একটি স্কুল অনুমোদন পেল কিভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে? নিজামীর স্ত্রীর পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামায়াত-শিবিরসহ জঙ্গীদের আস্তানা ও ঘাঁটি হবে, তাতে আর বিচিত্র কী! এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিজামীর স্ত্রীর পাশাপাশি ওই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল, যিনি বাড্ডা থানার আমির, তিনি ও তার পরিবারসহ স্কুল ভবনের মালিকও আছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এই বলে যে, আটককৃতরা স্কুলে বসে নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নিজামীর স্ত্রী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক স্কুল এ্যান্ড কলেজটি বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে নারীদের মধ্যে জঙ্গীবাদ বিস্তারের দায়ে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন। এই স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকমণ্ডলী এবং সংগঠনটির কর্মীরা কোমলমতি ছাত্রী ও সরলমনা ধর্মভীরু মহিলাদের জঙ্গীবাদ ও জিহাদে অংশগ্রহণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছে করে বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অতঃপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গীবাদ উস্কে দেয়াসহ আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করাসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের ব্যাপারে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যৌথ ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

> স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সরকার ও প্রশাসনের নীতি নির্ধারণসহ বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসে আছে এখনও। তাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় বিভিন্ন ইসলামী নামে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ইত্যাদি

সত্যি বলতে কি, একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চক্র শুরু করে বাংলাদেশবিরোধী নানামুখী ষড়যন্ত্র। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা ব্যাংক-বীমাসহ স্বাস্থ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ ইত্যাদি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ শুরু করে। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তারা জিয়া-মোশতাক-এরশাদ সরকারের আমলে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ক্রমাগত ফুলে-ফেঁপে ওঠে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সরকার ও প্রশাসনের নীতি নির্ধারণসহ বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসে আছে এখনও। তাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় বিভিন্ন ইসলামী নামে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ইত্যাদি। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পিস টিভি, পিস স্কুল ইত্যাদির বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে ধর্মীয় উস্কানিসহ জঙ্গীবাদে উৎসাহ দানের। তবে সমস্যা হলো, সরকার ও আমলাতান্ত্রিক বোধোদয় ঘটে বিলম্বে। যা হোক, আর বিলম্ব নয়, বরং অনতিবিলম্বে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির পরিচালিত শিক্ষা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধসহ তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধের উদ্যোগ নেয়া হোক।